"দারিদ্রমুক্ত দেশ ও
দূষনমুক্ত পরিবেশের জন্য
একটি ফলজ ও একটি বনজ
গাছ রোপণ করুন"

- শেখ হাসিনা

ফরেষ্ট্রী সেক্টর প্রকল্প
বন অধিদপ্তর

ডি এফ পি নং ১৪২৪৫-২২/৬/৯৯

বর্ষাকালই চারাগাছ লাগানোর উৎকৃষ্ট সময়

আকাশে মেঘের ঘনঘটা ... বিদ্যুতের ঝলকানি। শুরু হলো বলে বর্ষাকাল। এটিই হচ্ছে চারাগাছ লাগানোর উৎকৃষ্ট সময়। চাট্টিখানি কথা নয় কিন্তু চারাগাছ লাগানো। বেশ কিছু করণীয় রয়েছে আপনার এ ব্যাপারে।

আপনার জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে ধারেকাছের কোন নার্সারী থেকে সংগ্রহ করা ভাল জাতের সুস্থ, সবল, সতেজ চারাগাছ। গাছটি পলিব্যাগে থাকলে ধারালো ব্লেড বা ছুরির সাহায্যে তা অপসারণ করুন সতর্কতার সাথে। দেখবেন ভেঙ্গে না যায় চারাগাছের গোড়ার মাটি। মাটির চাকাসহ বসিয়ে দিন চারাগাছটি আগেই খনন করা গর্তে যত্নের সাথে।

এবার ভরে ফেলুন চারাগাছের চারপাশের ফাঁকা জায়গা গর্তের পাশে রাখা মাটি দিয়ে। প্রথমে উপরের উর্বর মাটি এবং পরে নীচের মাটি ফেলুন গর্তে। চারাগাছের গোড়ার মাটি ভরাট করার সময় একটু উঁচু করলে জমতে পারবে না পানি। ক্ষতি হবে না চারাগাছের। চারাগাছের গোড়ায় পানি দিন রোপনের পরপরই। সোজাসুজি বেড়ে উঠার জন্য বেঁধে দিন গাছটি একটি খুঁটির সাথে।

মনে রাখবেন, বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই চারাগাছ রোপন করলে প্রথম বছরেই পেয়ে যাবেন বড় সাইজের প্রতিষ্ঠিত একটি গাছ। আর দেরী না করে আজই চারাগাছ লাগান। এতে হবে আপনার প্রচুর লাভ।

জানার কিছু থাকলে আজই যোগাযোগ করুন ধারেকাছের বন বিভাগের কর্মকর্তার সাথে। তাঁর কাছ থেকে পাবেন প্রয়োজনীয় সাহায্য আর পূর্ণ সহযোগিতা।

অবশ্যই রোপন করুন চারাগাছ বর্ষাকালে

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প
বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

ডিএফপি নং ১৪২৪৪-২২/৬/৯৯

সরকারের তিন বছর পূর্তিতে

অভিনন্দন

- বাজার চাহিদা অনুযায়ী কৃষি পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করুন। এতে পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি সহায়ক হবে।
- কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও বাজারজাতকরণ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলুন।

- গ্রামীণ পর্যায়ে ফলমূল ও শাক-সব্জির স্বাস্থ্যসম্মত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তুলুন।
- উপযুক্ত ও সঠিক উপায়ে কৃষি পণ্য সংরক্ষণ করুন এবং উপযুক্ত সময়ে বিক্রি করে আপনার আয় বৃদ্ধি করুন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
কৃষি মন্ত্রনালয়
খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫

ডিএফপি নং ১৪২৪৩-২২/৬/৯৯